এগারশ অধ্যায়

যে পৃথিবীর শেষ নেই

মহাজাগতিক বিপর্যয় এড়ানোর পথ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আগের অধ্যায়ের শেষে আলোচিত কথাগুলো ছাড়াও আরও কিছু সম্ভাবনা আছে। মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে লেকচার দিতে গেলেই সাধারণত কেউ না কেউ আমাকে চক্রাকার মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনই। মহাবিশ্ব একটি সর্বোচ্চ সাইজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তারপর গুটিয়ে মহাসঙ্কোচন ঘটে। কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার বদলে এটি কোনোভাবে লাফিয়ে ওঠে। শুরু করে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের আরেকটি চক্র (চিত্র ১১.১ দেখুন)। এই প্রক্রিয়া হয়ত চিরকাল চলতে পারে। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের কোনো সত্যিকারের শুরু বা শেষ থাকবে না। প্রতিটি আলাদা আলাদা চক্রের স্বতন্ত্র সূচনা ও শেষ থাকবে যদিও। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত মানুষের কাছে এই তত্ত্বটা বিশেষ পছন্দের। ধর্মগুলোতে জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টী-ধ্বংসের চক্র জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মহাবিশ্বের শেষের সময়ের জন্যে দুটো খুব আলাদা চিত্রের বর্ণনা দিয়েছি আমি। এর কোনোটাই আশার আলো দেখায় না। মহাধ্বসের মাধ্যমে মহাবিশ্বের নিজেকে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনা খুব ভয়ঙ্কর কথা। সেটা যত দিন পরেই ঘটুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। অন্য দিকে, জরাজীর্ণ অবস্থায় শূন্য